দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ

এই অধ্যায়ে ত্রিবক্রার আশীর্বাদ প্রাপ্তি, যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ, কংসের সৈন্যদের বিনাশ, কংসের অমঙ্গলসূচক পূর্বলক্ষণ দর্শন এবং মল্লক্রীড়া-স্থলের উৎসবময়তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সুদামার গৃহ থেকে প্রস্থান করার পর শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গবিলেপন পাত্র বহনকারী কংসের কুব্জাকৃতি যুবতী-দাসীর সাক্ষাৎ পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তার কাছ থেকে কিছু অঙ্গবিলেপন প্রার্থনা করলেন। ত্রিবক্রা তাঁর সৌন্দর্য ও হাস্যালাপিত বাক্যে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে অনেকটা অঙ্গ বিলেপন প্রদান করল। তার বিনিময়ে কৃষ্ণ তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দ্বারা ত্রিবক্রার পাদাগ্রদ্বয় চেপে তার চিবুক ধারণকরে তা উত্তোলন করে তার মেরুদণ্ডটি সোজা করে দিলেন। এখনই সুন্দরী হয়ে-ওঠা মোহিনী ত্রিবক্রা যুবতী কৃষ্ণের উত্তরীয়ের একটি প্রান্তভাগ আকর্ষণ করে তাঁকে তার গৃহে আসতে বলল। কৃষ্ণ উত্তরে বললেন যে, তাঁর কিছু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সুসম্পন্ন হবার পর তিনি নিশ্চয়ই আসবেন এবং তার মনোবেদনার উপশম করবেন। এরপর কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের মথুরা দর্শন ভ্রমণ করতে থাকলেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম যখন রাজপথে হাঁটছিলেন, তখন বণিকেরা বিভিন্ন উপহার দিয়ে তাঁর পূজা করেছিল। ধনুর্যজ্ঞ কোথায় হবে তা জিজ্ঞাসা করে শ্রীকৃষ্ণ যখন যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হলেন, তিনি ইন্দ্রধনুর মতো এক অদ্ভুত ধনুক দেখতে পেলেন। প্রহরীদের বাধাদান সত্ত্বেও, বলপূর্বক কৃষ্ণ ধনুকটি তুলে নিয়ে সহজে জ্যা যোজনা করে নিমেষের মধ্যে সেটি দ্বি-খণ্ডিত করলেন। কান ফাটানো সেই ধনুর্ভঙ্গ শব্দে স্বর্গ অবধি পরিপূর্ণ হল এবং কংসের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হল। অসংখ্য রক্ষীরা 'ধর তাকে! মার তাকে!' চিৎকার করতে করতে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে কৃষ্ণ ও বলরাম কেবলমাত্র ধনুকের ভগ্ন খণ্ডদুটি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে রক্ষীদের বিনাশ করলেন। এরপর কংস প্রেরিত এক দল সৈন্যকেও সংহার করে তাঁরা যজ্ঞস্থল ত্যাগ করে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

নগরবাসীগণ যখন কৃষ্ণ ও বলরামের এই অদ্ভুত শক্তি ও সৌন্দর্য দর্শন করল, তখন তারা ভাবল, এঁরা নিশ্চয়ই দু'জন প্রধান দেবতা হবেন। বাস্তবিকই, মথুরাবাসীগণ স্থির দৃষ্টিতে ভগবানকে দর্শন করার ফলে গোপীরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সেই মতো সকল আশীর্বাদই তারা লাভ করল।

সূর্যাস্তের সময় কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের সান্ধ্য ভোজনের জন্য গোপ-শিবিরে ফিরে এলেন। সুখে বিশ্রাম করে তাঁরা রাত্রিটি অতিবাহিত করলেন। কিন্তু রাজা কংস ততখানি ভাগ্যবান ছিল না। সে যখন শুনল যে, কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম সহজেই শক্তিশালী ধনুকটি ভঙ্গ করে তার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করেছেন, তখন অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে সে রাত্রিটি অতিবাহিত করল।

প্রভাতে মল্লক্রীড়া উৎসব আরম্ভ হল। নগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে জনতা ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করে চারিদিকের অত্যন্ত সুসজ্জিত বসার আসনগুলিতে তাদের আসন গ্রহণ করল। কম্পিত হৃদয়ে কংস রাজমঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণকে সেখানে এসে তাঁদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাল। নন্দ মহারাজ ও গোপগণও তাঁদের উপহারগুলি রাজাকে নিবেদন করে তাঁদের আসন গ্রহণ করলেন। এরপর বাদ্য শুরু হওয়ার সাথে সাথে মল্লবিদগণ নিজেদের বাহুতে চাপড় মেরে শব্দ করতে থাকল।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ
স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্ ।
বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং
পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—অতঃপর; **ব্রজন্**—হাঁটতে হাঁটতে; **রাজপথেন**—রাজপথে; **মাধবঃ**—কৃষ্ণ; **স্ত্রিয়ম্**—এক রমণী; **গৃহীত**—ধারণ করে; **অঙ্গ**—দেহের; **বিলেপ**—বিলেপন; **ভাজনাম্**—পাত্র; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **কুব্জাম্**—কুব্জা; **যুবতীম্**—যুবতী; **বর-আননাম্**—সুমুখশ্রীযুক্ত; **পপ্রচ্ছ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **যান্তীম্**—যাচ্ছিল; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **রস**—প্রেমানন্দ; **প্রদঃ**—প্রদাতা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখলেন যে, সুশ্রীমুখ এক কুব্জা যুবতী রমণী সুগন্ধি অঙ্গবিলেপন দ্রব্যের পাত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রেমানন্দ প্রদাতা সহাস্যে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, যুবতী কুব্জা কন্যাটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পত্নী সত্যভামার অংশপ্রকাশ। সত্যভামা ভগবানের ভূ-শক্তি নামক অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তাঁর এই প্রকাশ পৃথ্বী নামে পরিচিত, যা অসংখ্য খল শাসকের মহাভারে অবনত হয়ে পৃথিবীরূপে বিরাজ করছে। শ্রীকৃষ্ণ এইসকল দুষ্ট রাজাদের দমন করার জন্যই অবতরণ করেছেন আর তাই এই শ্লোকসমূহে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর ত্রিবক্রা কুব্জাকে সমুন্নত করার যে লীলা, সেটি তাঁর ভূভার সংশোধনেরই প্রতিকস্বরূপ। একই সঙ্গে ত্রিবক্রাকে ভগবান তাঁর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কও প্রদান করেছিলেন।

প্রদত্ত ব্যাখ্যার সংযোজনরূপে *রস-প্রদ* শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, যুবতী কুব্জার সঙ্গে তাঁর আচরণের মাধ্যমে ভগবান তাঁর গোপবালক সখাদের মুগ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ২

কা ত্বং বরোর্বেতদু হানুলেপনং
কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ ।
দেহ্যাবয়োরঙ্গবিলেপমুত্তমং
শ্রেয়স্ততস্তে ন চিরাদ্ ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

কা—কে; **ত্বম্**—তুমি; **বর-ঊরু**—হে সুন্দর ঊরুময়ী; **এতৎ**—এই; **উ হ**—অহ, বস্তুত; **অনুলেপনম্**—বিলেপন; **কস্য**—কার জন্য; **অঙ্গনে**—হে সুন্দরী; **বা**—বা; **কথয়স্ব**—বল; **সাধু**—সত্য করে; **নঃ**—আমাদের; **দেহি**—দান কর; **আবয়োঃ**—আমাদের দুজনকে; **অঙ্গ-বিলেপন**—অঙ্গ বিলেপন; **উত্তমম্**—উত্তম; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **ততঃ**—তা হলে; **তে**—তোমার; **ন চিরাৎ**—শীঘ্রই; **ভবিষ্যতি**—হবে।

অনুবাদ

(শ্রীকৃষ্ণ বললেন—) কে তুমি, হে সুন্দরী ঊরুময়ী? আহা, বিলেপন! এটা কার জন্য, হে সুন্দরী? আমাদের সত্য করে বল। আমাদের দুজনকে তোমার উত্তম বিলেপন প্রদান কর, তা হলে শীঘ্রই তোমার পরম মঙ্গল লাভ হবে।

তাৎপর্য

ভগবান রসিকতার সঙ্গে সেই রমণীকে *বরোরু* অর্থাৎ "হে সুন্দরী-ঊরুময়ী" বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর রসিকতা বিদ্বেষাত্মক ছিল না, কারণ তিনি তো তাকে সুন্দরী করে দিতেই উন্মুখ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

সৈরন্ধ্র্যুবাচ

দাস্যস্ম্যহং সুন্দর কংসসম্মতা
ত্রিবক্রনামা হ্যনুলেপকর্মণি ।
মদ্ভাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং
বিনা যুবাং কোঽন্যতমস্তদর্হতি ॥ ৩ ॥

সৈরন্ধ্রী উবাচ—দাসীটি বলল; **দাসী**—দাসী; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **সুন্দর**—হে সুন্দর; **কংস**—কংসের; **সম্মতা**—আদরের; **ত্রিবক্র-নামা**—ত্রিবক্রা নামক (তিনটি স্থানে কুব্জা); **হি**—বস্তুত; **অনুলেপ-কর্মণি**—আমার অনুলেপন কাজের জন্য; **মৎ**—আমার দ্বারা; **ভাবিতম্**—প্রস্তুত; **ভোজপতেঃ**—ভোজরাজের; **অতিপ্রিয়ম্**—অতি প্রিয়; **বিনা**—ব্যতীত; **যুবাম্**—তোমরা দুজন; **কঃ**—কে; **অন্যতমঃ**—আর; **তৎ**—তার; **অর্হতি**—যোগ্য।

অনুবাদ

দাসীটি উত্তরে বলল—হে সুন্দর, আমি ভোজরাজ কংসের আদরের দাসী, আমার প্রস্তুত অনুলেপন তাঁর অতি প্রিয়। আমার নাম ত্রিবক্রা। ভোজপতির অতি প্রিয় আমার এই অনুলেপনের যোগ্য তোমরা দু'জন ছাড়া আর কে আছে?

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, কুব্জা নামেও পরিচিত ত্রিবক্রা *সুন্দর* সম্বোধনটি এক বচনে ব্যবহার করেছিল, কারণ সে বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্যই প্রণয় আকাঙ্ক্ষা অনুভব করছে তাই "তোমাদের উভয়ের জন্য" *যুবাম্* শব্দটিকে দ্বিবচনে ব্যবহার করে তার প্রণয় আবেগ সে লুকানোর চেষ্টা করেছিল। কুব্জার ত্রিবক্রা নামটি নির্দেশ করছে যে, তার শরীর ঘাড়, বুক ও কোমরে কুব্জ ছিল।

শ্লোক ৪

রূপপেশলমাধুর্যহসিতালাপবীক্ষিতৈঃ ।
ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রমুভয়োরনুলেপনম্ ॥ ৪ ॥

রূপ—তাঁর রূপে; **পেশল**—ব্যক্তিত্বে; **মাধুর্য**—সৌকুমার্যে; **হসিত-আলাপ**—হাস্যালাপে; **বীক্ষিতৈঃ**—এবং দৃষ্টিপাতে; **ধর্ষিত**—অভিভূত; **আত্মা**—তার মন; **দদৌ**—সে প্রদান করল; **সান্দ্রম্**—স্নিগ্ধ ঘন; **উভয়োঃ**—তাঁদের দুজনকে; **অনুলেপনম্**—অনুলেপন।

অনুবাদ

কৃষ্ণের রূপ, ব্যক্তিত্ব, সৌকুমার্য, হাস্যালাপ ও দৃষ্টিপাতে মোহিতচিত্তা ত্রিবক্রা কৃষ্ণ ও বলরাম দুজনকেই স্নিগ্ধঘন অনুলেপন প্রদান করেছিল।

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি *বিষ্ণু-পুরাণেও* (৫/২০/৭) বর্ণনা করা হয়েছে—

শ্রুত্বা তমাহ সা কৃষ্ণং গৃহ্যতামিতি সাদরম্ ।
অনুলেপনং প্রদদৌ গাত্র-যোগ্যম্ অথোভয়োঃ ॥

"তা শ্রবণ করে, সে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে উত্তর প্রদান করল, 'দয়া করে এটি গ্রহণ কর, এবং তাঁদের দুজনকেই তাঁদের শরীরে প্রয়োগের যোগ্য অনুলেপন দান করল।"

শ্লোক ৫

ততস্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিনা ।
সম্প্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেঽনুরঞ্জিতৌ ॥ ৫ ॥

ততঃ—অতঃপর; **তৌ**—তাঁরা দুজনে; **অঙ্গ**—তাঁদের দেহের; **রাগেণ**—বর্ণময় অনুলেপন দ্রব্যে; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **বর্ণ**—বর্ণ; **ইতর**—ভেদে; **শোভিনা**—ভূষিত; **সম্প্রাপ্ত**—প্রদর্শিত হলেন; **পর**—পরম; **ভাগেন**—উৎকর্ষে; **শুশুভাতে**—শোভা প্রাপ্ত হলেন; **অনুরঞ্জিতৌ**—অনুলিপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

এই পরম সুন্দর অনুলেপন দ্রব্যে অনুলিপ্ত হয়ে, যা তাঁদের নিজবর্ণভেদে ভূষিত করেছিল, কৃষ্ণ ও বলরাম পরম শোভা প্রাপ্ত হলেন।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গ বলতে চেয়েছেন যে, কৃষ্ণ তাঁর দেহে পীত অনুলেপন ও বলরাম তাঁর দেহে নীল অনুলেপন লিপ্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৬

প্রসন্নো ভগবান্ কুব্জাং ত্রিবক্রাং রুচিরাননাম্ ।
ঋজ্বীং কর্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্ ॥ ৬ ॥

প্রসন্নঃ—প্রসন্ন; **ভগবান্**—ভগবান; **কুব্জাম্**—কুব্জা; **ত্রিবক্রাম্**—ত্রিবক্রা; **রুচির**—আকর্ষণীয়; **আননাম্**—মুখশ্রী; **ঋজ্বীম্**—সরল; **কর্তুম্**—করতে; **মনঃচক্রে**—মনস্থ করলেন; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করার জন্য; **দর্শনে**—তাঁকে দর্শনের; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

ত্রিবক্রার প্রতি প্রসন্ন ভগবান কৃষ্ণ তাঁকে দর্শনের ফল প্রদর্শনের জন্য সেই সুমুখশ্রী কুব্জা কন্যাকে সরল ঋজুদেহা করতে মনস্থ করলেন।

শ্লোক ৭

পদ্ভ্যামাক্রম্য প্রপদে দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা ।
প্রগৃহ্য চিবুকেঽধ্যাত্মমুদনীনমদচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

পদ্ভ্যাম্—স্বীয় পদযুগল দ্বারা; আক্রম্য—চাপ দিলেন; প্রপদে—তার পদাগ্রভাগে; দ্বি—দুই; অঙ্গুলি—আঙ্গুল; উত্তান—উর্দ্ধদিকে; পাণিনা—তাঁর হস্তদ্বয় দ্বারা; প্রগৃহ্য—ধারণ করে; চিবুকে—তার চিবুক; অধ্যাত্মম্—তার দেহ; উদনীনমৎ—উন্নত করলেন; অচ্যুতঃ—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

স্বীয় পদযুগল দ্বারা তার পদাগ্রভাগে চাপ দিয়ে স্বীয় হস্তদ্বয়ের উন্নত আঙ্গুল দ্বারা তার চিবুক ধারণ করে ভগবান অচ্যুত তার দেহটিকে সরল করলেন।

শ্লোক ৮

সা তদর্জুসমানাঙ্গী বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরা ।
মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা ॥ ৮ ॥

সা—সে; তদা—তখন; ঋজু—সরল; সমান—সমান; অঙ্গী—অঙ্গ; বৃহৎ—বৃহৎ; শ্রোণি—নিতম্ব; পয়ঃ-ধরা—ও স্তনশালিনী; মুকুন্দ-স্পর্শনাৎ—ভগবান মুকুন্দের স্পর্শে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; বভূব—হয়েছিল; প্রমদা—রমণী; উত্তমা—উত্তম।

অনুবাদ

কেবলমাত্র ভগবান মুকুন্দের স্পর্শে ত্রিবক্রা তৎক্ষণাৎ সরল, সমান সুগঠিত অঙ্গী, বৃহৎ নিতম্ব ও স্তনশালিনী সর্বোত্তম সুন্দরী রমণীতে পরিণত হল।

শ্লোক ৯

ততো রূপগুণৌদার্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্ ।
উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

ততঃ—অতঃপর; রূপ—রূপ; গুণ—গুণ; ঔদার্য—ঔদার্য; সম্পন্না—সম্পন্না; প্রাহ—সে বলতে লাগল; কেশবম্—শ্রীকৃষ্ণকে; উত্তরীয়—তাঁর উত্তরীয়ের; অন্তম্—প্রান্তভাগ; আকৃষ্য—আকর্ষণ করে; স্ময়ন্তী—হাসতে হাসতে; জাত—উৎপন্না; হৃৎ-শয়া—কাম অনুভূতি।

অনুবাদ

এখন রূপ গুণ ঔদার্য সমন্বিতা ত্রিবক্রা ভগবান কেশবের প্রতি কাম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে শুরু করলে তাঁর উত্তরীয়ের প্রান্তভাগ আকর্ষণ করে হাসতে হাসতে তাঁকে বলল।

শ্লোক ১০

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥ ১০ ॥

এহি—এসো; **বীর**—হে বীর; **গৃহম্**—আমার গৃহে; **যামঃ**—চল, আমরা যাই; **ন**—না; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **ইহ**—এখানে; **উৎসহে**—আমি সইতে পারব না; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **উন্মথিত**—উন্মথিত হয়েছে; **চিত্তায়াঃ**—আমার হৃদয়; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হও; **পুরুষ-ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

(ত্রিবক্রা বলল—) এসো, হে বীর, চল আমার গৃহে যাই। আমি তোমাকে এখানে ত্যাগ করতে পারব না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, কারণ তুমি আমার হৃদয় উন্মথিত করেছ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত কথোপকথন বর্ণনা করছেন—

কৃষ্ণ ঃ তুমি কি আমাকে তোমার গৃহে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করছ?

ত্রিবক্রা ঃ আমি তোমাকে এখানে ছেড়ে যেতে পারব না।

কৃষ্ণ ঃ কিন্তু তুমি যা বলছ এবং হাসছ, তাতে এখানে রাজপথের মানুষেরা এর ভুল অর্থ করবে। তাই এভাবে কথা বল না।

ত্রিবক্রা ঃ উন্মথিত না হয়ে আমি পারছি না। তুমিই আমাকে স্পর্শ করে ভুল করেছ। এটা আমার দোষ নয়।

শ্লোক ১১

এবং স্ত্রিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ ।
মুখং বীক্ষ্যানু গোপানাং প্রহসংস্তামুবাচ হ ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ত্রীয়া**—রমণী দ্বারা; **যাচ্যমানঃ**—যাচিত হয়ে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রামস্য**—বলরামের; **পশ্যতঃ**—অবলোকনকারী; **মুখম্**—মুখের দিকে; **বীক্ষ্য**—দৃষ্টিপাত করে; **অনু**—অতঃপর; **গোপানাম্**—গোপবালকদের; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **তাম্**—তাকে; **উবাচ হ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

এইভাবে রমণী দ্বারা যাচিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই ঘটনা অবলোকনকারী বলরামের মুখের দিকে ও পরে গোপবালকগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতে হাসতে তাকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১২

এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রু পুংসামাধিবিকর্শনম্ ।
সাধিতার্থোঽগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥

এষ্যামি—আমি গমন করব; তে—তোমার; গৃহম্—গৃহে; সুভ্রু—হে সুভ্রু; পুংসাম্—পুরুষের; আধি—মনোব্যথা; বিকর্শনম্—দূরীভূতকারী; সাধিতা—সাধন করার পর; অর্থঃ—আমার উদ্দেশ্য; অগৃহাণাম্—গৃহহীন; নঃ—আমাদের; পান্থানাম্—পথিকগণের; ত্বম্—তুমি; পরায়ণম্—শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

অনুবাদ

(শ্রীকৃষ্ণ বললেন—) হে সুভ্রু, যত শীঘ্র পারি আমার উদ্দেশ্য সাধন করার পর আমি অবশ্যই পুরুষের উদ্বেগ দূরকারী তোমার গৃহে গমন করব। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মতো গৃহহীন পথিকের জন্য তুমিই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

তাৎপর্য

অগৃহাণাম্ শব্দটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর যে নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই, সেটিই কেবলমাত্র নির্দেশ করছেন, তাই নয়, তিনি আরও নির্দেশ করছেন যে, তিনি এখনও অবিবাহিত।

শ্লোক ১৩

বিসৃজ্য মাধ্ব্যা বাণ্যা তাং ব্রজন্ মার্গে বণিক্পথৈঃ ।
নানোপায়নতাম্বূলস্রগ্গন্ধৈঃ সাগ্রজোঽর্চিতঃ ॥ ১৩ ॥

বিসৃজ্য—বিদায় প্রদান করে; মাধ্ব্যা—মধুর; বাণ্যা—বাক্যে; তাম্—তাকে; ব্রজন্—হাঁটতে থাকলেন; মার্গে—পথ ধরে; বণিক্পথৈঃ—বণিকগণ দ্বারা; নানা—নানা; উপায়ন—শ্রদ্ধার্ঘ্যে; তাম্বূল—পান-সুপারি; স্রক্—মালা; গন্ধৈঃ—গন্ধদ্রব্য; স—সহ; অগ্রজঃ—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; অর্চিতঃ—পূজিত।

অনুবাদ

তাকে মধুর বাক্যে বিদায় প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। পথিমধ্যে বণিকেরা তাঁকে ও তাঁর অগ্রজকে পান-সুপারি, মালা ও গন্ধদ্রব্যসহ নানা শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করে পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তদ্দর্শনস্মরক্ষোভাদাত্মানং নাবিদন্ স্ত্রিয়ঃ ।
বিস্রস্তবাসঃকবরবলয়া লেখ্যমূর্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ—তাঁকে; **দর্শন**—দর্শন করে; **স্মর**—কাম প্রভাবের জন্য; **ক্ষোভাৎ**—ক্ষোভিত হয়ে; **আত্মানম্**—নিজেদের; **ন অবিদন্**—বিস্মৃত হলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **বিস্রস্ত**—স্খলিত; **বাসঃ**—তাঁদের বসন; **কবর**—তাঁদের চুলের বাঁধন; **বলয়াঃ**—তাঁদের বালাসমূহ; **লেখ্য**—(যেন) চিত্রে অঙ্কিত; **মূর্তয়ঃ**—অবয়ব।

অনুবাদ

কৃষ্ণ দর্শনে নগরীর রমণীগণের হৃদয়ে কাম উদ্রেক হল। আর এইভাবে ক্ষোভিত হয়ে তাঁরা আত্মবিস্মৃত হলে তাঁদের বস্ত্র, চুলের বাঁধন ও বালাসমূহ স্খলিত হল এবং তাঁরা চিত্রার্পিত অবয়বের ন্যায় দণ্ডায়মান রইলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, মথুরার রমণীগণ যেহেতু কৃষ্ণ দর্শনের অব্যবহিত পরেই প্রণয়াকর্ষণের লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই নগরীর মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সর্বোত্তম ভক্ত। কামের দশটি প্রভাব এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—*চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা-বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানশঃ / উন্মাদো মূর্চ্ছামৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশাদশৈব স্যুঃ।* "প্রথমে চক্ষুর মাধ্যমে আকর্ষণ প্রকাশ, তারপর গভীর আসক্তি, অতঃপর সঙ্কল্প, নিদ্রাহীনতা, কৃশ হওয়া, বিষয় নিবৃত্তি, নির্লজ্জতা, উন্মাদনা, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু। এইগুলি হল কাম প্রভাবের দশটি স্তর।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমী ভক্তগণ সাধারণত মৃত্যু লক্ষণ প্রদর্শন করেন না, কারণ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিষয়ে তা অমঙ্গলজনক। কিন্তু ভাবে-মূর্চ্ছিত হওয়ার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত অন্যান্য নয়টি লক্ষণসমূহ তাঁরা প্রকাশ করেন।

শ্লোক ১৫

ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছমানো ধনুষঃ স্থানমচ্যুতঃ ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টো দদৃশে ধনুরৈন্দ্রমিবাদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

ততঃ—অতঃপর; **পৌরান্**—পুরবাসীগণের কাছ থেকে; **পৃচ্ছমানঃ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **ধনুষঃ**—ধনুকের; **স্থানম্**—স্থান; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত; **তস্মিন্**—

সেখানে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **দদৃশে**—তিনি দেখলেন; **ধনুঃ**—ধনুকটি; **ঐন্দ্রম্**—ইন্দ্রের ধনুকের; **ইব**—মতো; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

ভগবান কৃষ্ণ অতঃপর যেখানে ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে, সেই স্থানটি সম্বন্ধে স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসা করলেন। সেখানে গমন করে তিনি ইন্দ্রধনুকসদৃশ সেই অদ্ভুত ধনুকটি দেখতে পেলেন।

শ্লোক ১৬

পুরুষৈর্বহুভির্গুপ্তমর্চিতং পরমর্দ্ধিমৎ ।
বার্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রসহ্য ধনুরাদদে ॥ ১৬ ॥

পুরুষৈঃ—পুরুষ দ্বারা; **বহুভিঃ**—বহু; **গুপ্তম্**—প্রহরারত; **অর্চিতম্**—অর্চিত; **পরম**—পরম; **ঋদ্ধি**—ঐশ্বর্য; **মৎ**—যুক্ত; **বার্যমাণঃ**—প্রতিহত হওয়া; **নৃভিঃ**—রক্ষী দ্বারা; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **ধনুঃ**—ধনুকটি; **আদদে**—তুললেন।

অনুবাদ

ধনুকটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনাকারী পুরুষদের এক বিরাট বাহিনী সেই পরমৈশ্বর্যযুক্ত ধনুকটিকে পাহারা দিচ্ছিল। রক্ষীরা তাঁকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৃষ্ণ বলপূর্বক অগ্রসর হয়ে সেটিকে তুলে নিলেন।

শ্লোক ১৭

করেণ বামেন সলীলমুদ্ধৃতং
সজ্যং চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্ ।
নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো
যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্যুরুক্রমঃ ॥ ১৭ ॥

করেণ—তাঁর হাত দিয়ে; **বামেন**—বাম; **স-লীলম্**—ক্রীড়াচ্ছলে; **উদ্ধৃতম্**—উত্তোলন করলেন; **সজ্যম্**—জ্যা রচনা; **চ**—এবং; **কৃত্বা**—করে; **নিমিষেণ**—নিমেষের মধ্যে; **পশ্যতাম্**—অবলোকনকারী; **নৃণাম্**—রক্ষীগণের সমক্ষে; **বিকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **প্রবভঞ্জ**—তিনি ভঙ্গ করলেন; **মধ্যতঃ**—মধ্যভাগে; **যথা**—যেমন; **ইক্ষুদণ্ডম্**—ইক্ষুদণ্ড; **মদ-করী**—মত্ত হস্তী; **উরুক্রমঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

ভগবান উরুক্রম তাঁর বাম হাতে সহজেই ধনুকটি উত্তোলিত করে অবলোকনকারী রাজরক্ষীদের সমক্ষে নিমেষের মধ্যে জ্যা রচনা করে শক্তিমত্তার সঙ্গে তা আকর্ষণ

করে, ঠিক যেমন মত্ত হস্তী ইক্ষুদণ্ড ভঙ্গ করে, তেমনিভাবে ধনুকটিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন।

শ্লোক ১৮

ধনুষো ভজ্যমানস্য শব্দঃ খং রোদসী দিশঃ ।
পূরয়ামাস যং শ্রুত্বা কংসস্ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১৮ ॥

ধনুষঃ—ধনুকের; ভজ্যমানস্য—ভঙ্গ হওয়ার; শব্দঃ—শব্দ; খম্—পৃথিবী; রোদসী—আকাশ; দিশঃ—এবং সকল দিকসমূহ; পূরয়াম্ আস—পূর্ণ হল; যম্—যা; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; কংসঃ—রাজা কংস; ত্রাসম্—ভয়; উপাগমৎ—প্রাপ্ত হল।

অনুবাদ

ধনুর্ভঙ্গের শব্দে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত দিক পূর্ণ হল। তা শ্রবণ করে কংস ত্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৯

তদ্‌রক্ষিণঃ সানুচরং কুপিতা আততায়িনঃ ।
গ্রহীতুকামা আবব্রুর্গৃহ্যতাং বধ্যতামিতি ॥ ১৯ ॥

তৎ—তার; রক্ষিণঃ—রক্ষীরা; স—সহ; অনুচরম্—তাঁর সহচরগণ; কুপিতা—ক্রুদ্ধ; আততায়িনঃ—অস্ত্র ধারণ করে; গ্রহীতুকামাঃ—ধরবার মানসে; আবব্রুঃ—বেষ্টিত করল; গৃহ্যতাম্—ধর তাঁকে; বধ্যতাম্—বধ কর তাঁকে; ইতি—এইভাবে বলতে বলতে।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ প্রহরীরা তখন তাদের অস্ত্র ধারণ করে কৃষ্ণ ও তাঁর সহচরগণকে ধরবার জন্য 'ধর ওকে, মার ওকে', বলে চিৎকার করতে করতে তাঁদের বেষ্টন করেছিল।

শ্লোক ২০

অথ তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য বলকেশবৌ ।
ক্রুদ্ধৌ ধনুষ আদায় শকলে তাংশ্চ জঘ্নতুঃ ॥ ২০ ॥

অথ—অতঃপর; তান্—তাদের; দুরভিপ্রায়ান্—অশুভ উদ্দেশ্য; বিলোক্য—দর্শন করে; বল-কেশবৌ—বলরাম ও কৃষ্ণ; ক্রুদ্ধৌ—ক্রুদ্ধ; ধনুষঃ—ধনুকের; আদায়—গ্রহণ করে; শকলে—ভগ্ন দুটি খণ্ড; তান্—তাদের; চ—এবং; জঘ্নতুঃ—সংহার করতে লাগলেন।

অনুবাদ

রক্ষীদের অশুভ উদ্দেশ্যে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ধনুকের ভগ্ন দুটি খণ্ড তুলে নিয়ে বলরাম ও কেশব তাদের প্রহার করে সংহার করতে লাগলেন।

শ্লোক ২১

বলং চ কংসপ্রহিতং হত্বা শালামুখ্যাৎ ততঃ ।
নিষ্ক্রম্য চেরতুর্হৃষ্টৌ নিরীক্ষ্য পুরসম্পদঃ ॥ ২১ ॥

বলম্—একটি সৈন্যবাহিনী; চ—এবং; কংস-প্রহিতম্—কংস প্রেরিত; হত্বা—বধ করে; শালা—যজ্ঞস্থলের; মুখাৎ—দ্বার দিয়ে; ততঃ—অতঃপর; নিষ্ক্রম্য—নির্গত হয়ে; চেরতুঃ—তাঁদের দুজনে ভ্রমণ করতে লাগলেন; হৃষ্টৌ—হৃষ্টচিত্তে; নিরীক্ষ্য—দর্শনে; পুর—নগরীর; সম্পদঃ—সম্পদ।

অনুবাদ

কংস প্রেরিত সেনাবাহিনীকে বধ করার পর কৃষ্ণ ও বলরাম প্রধান ফটক দিয়ে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করে হৃষ্টচিত্তে নগরীর ঐশ্বর্য দর্শনে বিচরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২২

তয়োস্তদদ্ভুতং বীর্যং নিশাম্য পুরবাসিনঃ ।
তেজঃ প্রাগল্ভ্যং রূপং চ মেনিরে বিবুধোত্তমৌ ॥ ২২ ॥

তয়োঃ—তাঁদের; তৎ—সেই; অদ্ভুতম্—অদ্ভুত; বীর্যম্—বীরত্ব; নিশাম্য—দর্শন করে; পুরবাসিনঃ—নগরবাসীগণ; তেজঃ—তাঁদের শক্তি; প্রগল্ভ্যম্—দৃঢ়তা; রূপম্—রূপ; চ—এবং; মেনিরে—তাঁরা বিবেচনা করলেন; বিবুধ—দেবতা; উত্তমৌ—শ্রেষ্ঠ দু'জন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম সম্পাদিত অদ্ভুত কর্মের সাক্ষী রূপে এবং তাঁদের শক্তি, দৃঢ়তা, ও সৌন্দর্য দর্শন করে নগরবাসীগণ ভাবলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দুই প্রধান দেবতা হবেন।

শ্লোক ২৩

তয়োর্বিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোঽস্তমুপেয়িবান্ ।
কৃষ্ণরামৌ বৃতো গোপৈঃ পুরাচ্ছকটমীয়তুঃ ॥ ২৩ ॥

তয়োঃ—তাঁরা; বিচরতোঃ—বিচরণ করতে লাগলেন; স্বৈরম্—স্বেচ্ছাক্রমে; আদিত্যঃ—সূর্য; অস্তম্-উপেয়িবান্—অস্তগত হলে; কৃষ্ণ-রামৌ—কৃষ্ণ ও বলরাম; বৃতৌ—

পরিবৃত হয়ে; **গোপৈঃ**—গোপবালকগণ; **পুরাৎ**—নগর থেকে; **শকটম্**—যেখানে তাঁদের শকটগুলির সমাবেশ করা হয়েছিল, সেই স্থানে; **ঈয়তুঃ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

তাঁদের স্বেচ্ছাক্রমে তাঁরা বিচরণ করতে করতে সূর্য অস্তগত হলে, গোপবালকগণ পরিবৃত হয়ে নগরী ত্যাগ করে গোপগণের শকটসমূহের সমাবেশ স্থানে ফিরে এলেন।

শ্লোক ২৪

গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা
আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্যভূবন্ ।
সম্পশ্যতাং পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং
হিত্বেতরান নু ভজতশ্চকমেঽয়নং শ্রীঃ ॥ ২৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **মুকুন্দ-বিগমে**—ভগবান মুকুন্দের গমনকালে; **বিরহ**—বিরহ; **আতুরাঃ**—কাতর; **যাঃ**—যা; **আশাসত-আশিষ**—আশীর্বাণী বলেছিলেন; **ঋতাঃ**—সত্য; **মধু-পুরি**—মথুরায়; **অভূবন্**—হয়েছে; **সম্পশ্যতাম্**—যারা সম্পূর্ণত দর্শন করেছে; **পুরুষভূষণ**—পুরুষভূষণ; **গাত্র**—তাঁর দেহের; **লক্ষ্মীম্**—সৌন্দর্য; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ইতরান্**—অন্যান্যদের; **নু**—বস্তুত; **ভজতঃ**—তাঁর ভজনাকারী; **চকমে**—কামনা করেন; **অয়নম্**—আশ্রয়; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী।

অনুবাদ

বৃন্দাবন থেকে মুকুন্দের (কৃষ্ণ) বিদায় গ্রহণ কালে গোপীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মথুরাবাসীগণ অসংখ্য মঙ্গল প্রাপ্ত হবেন, আর এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হচ্ছে, কারণ মথুরাবাসীগণ পুরুষভূষণ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করছেন। প্রকৃতপক্ষে, যে সৌন্দর্যের আশ্রয় কামনা করে লক্ষ্মীদেবীও তাঁকে পূজনকারী অন্যান্য বহু পুরুষকে পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ২৫

অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ ভুক্ত্বা ক্ষীরোপসেচনম্ ।
ঊষতুস্তাং সুখং রাত্রিং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্ ॥ ২৫ ॥

অবনিক্ত—প্রক্ষালন করে; **অঙ্ঘ্রি-যুগলৌ**—তাঁদের প্রত্যেকের চরণযুগল; **ভুক্ত্বা**—ভোজন করে; **ক্ষীর-উপসেচনম্**—ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন; **ঊষতুঃ**—তাঁরা অতিবাহিত করলেন; **তাম্**—সেই; **সুখম্**—সুখে; **রাত্রিম্**—রাত্রি; **জ্ঞাত্বা**—জানতে পেরে; **কংস-চিকীর্ষিতম্**—কংসের অভিপ্রায়।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করে নিয়ে ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন ভোজন করলেন। অতঃপর, কংসের অভিপ্রায় অবগত হয়েও সেই রাত্রিটি সেখানে তাঁরা সুখে অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

কংসস্তু ধনুষো ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলস্য চ ।
বধং নিশম্য গোবিন্দরামবিক্রীড়িতং পরম্ ॥ ২৬ ॥
দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্মতিঃ ।
বহূন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোর্দৌর্ত্যকরাণি চ ॥ ২৭ ॥

কংসঃ—রাজা কংস; তু—কিন্তু; ধনুষঃ—ধনুকের; ভঙ্গম্—ভঙ্গ; রক্ষিণাম্—রক্ষীদের; স্ব—তার; বলস্য—সৈন্যদের; চ—ও; বধম্—বধ; নিশম্য—শ্রবণ করে; গোবিন্দ-রাম—কৃষ্ণ ও বলরামের; বিক্রীড়িতম্—ক্রীড়া; পরম্—মাত্র; দীর্ঘ—দীর্ঘকাল; প্রজাগরঃ—বিনিদ্র থেকে; ভীতঃ—ভীত; দুর্নিমিত্তানি—অশুভ লক্ষণসমূহ; দুর্মতিঃ—দুর্মতি; বহূনি—বহু; অচষ্ট—দেখল; উভয়থা—উভয় অবস্থায় (স্বপ্নে ও জাগরণে); মৃত্যোঃ—মৃত্যুর; দৌত্য-করাণি—দূতসদৃশ; চ—এবং।

অনুবাদ

অপরপক্ষে, দুর্মতি রাজা কংস, কৃষ্ণ ও বলরামের ক্রীড়াচ্ছলে ধনুর্ভঙ্গ এবং তার রক্ষী ও সৈন্যদের বধ করার কথা শ্রবণ করে ভীত হয়েছিল। সে দীর্ঘ সময় জাগরিত থাকল এবং স্বপ্নে ও জাগরণে মৃত্যুদূতসম বহু অশুভ লক্ষণসমূহ দর্শন করল।

শ্লোক ২৮-৩১

অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে চ সত্যপি ।
অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা ॥ ২৮ ॥
ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ ।
স্বর্ণপ্রতীতিবৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥
স্বপ্নে প্রেতপরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্ ।
যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥ ৩০ ॥
অন্যানি চেত্থম্ভূতানি স্বপ্নজাগরিতানি চ ।
পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়া ॥ ৩১ ॥

অদর্শনম্—অদৃশ্য; **স্ব**—স্বীয়; **শিরসঃ**—মস্তক; **প্রতিরূপে**—তার প্রতিবিম্বে; **চ**—এবং; **সতি**—বিদ্যমান হয়ে; **অপি**—ও; **অসতি**—অবিদ্যমানতা; **অপি**—এমন কি; **দ্বিতীয়ে**—দ্বিতীয়ে; **চ**—এবং; **দ্বৈরূপ্যম্**—দ্বৈত রূপ; **জ্যোতিষাম্**—চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি; **তথা**—ও; **ছিদ্র**—ছিদ্র; **প্রতীতিঃ**—দর্শন করে; **ছায়ায়াম্**—তার নিজের ছায়ায়; **প্রাণ**—প্রাণবায়ুর; **ঘোষ**—ধ্বনির; **অনুপশ্রুতিঃ**—অশ্রবর্ণ; **স্বর্ণ**—স্বর্ণবর্ণের; **প্রতীতিঃ**—বোধ হওয়া; **বৃক্ষেষু**—বৃক্ষসকল; **স্ব**—তার নিজের; **পদানাম্**—পদ চিহ্ন; **অদর্শনম্**—অদর্শন; **স্বপ্নে**—নিদ্রায়; **প্রেত**—প্রেত দ্বারা; **পরিষ্বঙ্গঃ**—আলিঙ্গন; **খর**—গর্দভারোহণে; **যানম্**—ভ্রমণ; **বিষ**—বিষ; **অদনম্**—ভক্ষণ; **যায়াৎ**—গমন করছে; **নলদ**—জবা ফুলের; **মালী**—মালাধারণকারী; **একঃ**—কেউ; **তৈল**—তেল দ্বারা; **অভ্যক্তঃ**—অনুলেপিত; **দিগম্বরঃ**—নগ্ন; **অন্যানি**—অন্যান্য (অশুভ লক্ষণ সমূহ); **চ**—এবং; **ইত্থম্-ভূতানি**—এই রকম; **স্বপ্ন**—নিদ্রিত; **জাগরিতানি**—জাগরণে; **চ**—ও; **পশ্যন্**—দর্শন করছিল; **মরণ**—মৃত্যুর; **সন্ত্রস্তো**—ভয়ে ভীত; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **লেভে**—লাভ করতে পারল; **ন**—না; **চিন্তয়া**—তার উদ্বেগের জন্য।

অনুবাদ

সে তার প্রতিবিম্বের দিকে অবলোকন করে নিজের মস্তকটি দেখতে পেত না; অকারণে চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রাদিকে সে দুটি করে দেখত; সে তার ছায়ার মধ্যে ছিদ্র দর্শন করত; সে তার প্রাণবায়ুর শব্দ শুনতে পারত না; বৃক্ষগুলিকে সোনার রঙে আচ্ছাদিত দর্শন করত এবং সে তার নিজের পদচিহ্ন দেখতে পেত না। সে স্বপ্ন দেখত যেন প্রেত এসে তাকে আলিঙ্গন করছে, গর্দভের পিঠে আরোহণ করে গমন করছে, বিষ ভক্ষণ করছে, এবং এক নগ্ন তৈলাক্ত শরীরের মানুষ জবা ফুলের মালা পরিধান করে গমন করছে। স্বপ্নে ও জাগরণে এইসব ও এমন আরও অনেক লক্ষণসমূহ দর্শন করে কংস মৃত্যুভয়ে ভীত হয়েছিল এবং উদ্বেগবশত নিদ্রালাভ করতে পারল না।

শ্লোক ৩২

ব্যুষ্টায়াং নিশি কৌরব্য সূর্যে চাম্ভ্যঃ সমুত্থিতে ।
কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লক্রীড়ামহোৎসবম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যুষ্টায়াম্—অতিবাহিত হলে; **নিশি**—রাত্রি; **কৌরব্য**—হে কৌরব (পরীক্ষিৎ); **সূর্যে**—সূর্য; **চ**—এবং; **অম্ভ্যঃ**—সলিল মধ্য হতে; **সমুত্থিতে**—উদিত হলে; **কারয়াম্ আস**—নির্দেশ দিল; **বৈ**—বস্তুত; **কংসঃ**—কংস; **মল্ল**—মল্লদের; **ক্রীড়া**—ক্রীড়ার; **মহা-উৎসবম্**—মহা উৎসব।

অনুবাদ

অবশেষে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে পুনরায় সলিল মধ্য হতে সূর্য উদিত হলে কংস মল্লক্রীড়ার আয়োজন শুরু করলেন।

শ্লোক ৩৩

আনর্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তূর্যভের্যশ্চ জঘ্নিরে ।
মঞ্চাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্রগ্‌ভিঃ পতাকাচৈলতোরণৈঃ ॥ ৩৩ ॥

আনর্চুঃ—অর্চনা করছিল; পুরুষাঃ—কংসের কর্মচারীগণ; রঙ্গম্—রঙ্গস্থল; তূর্য—তুরী; ভের্যঃ—ভেরী (বৃহৎ ঢাক); চ—এবং; জঘ্নিরে—নিনাদিত হচ্ছিল; মঞ্চাঃ—মঞ্চস্থল; চ—এবং; অলঙ্কৃতাঃ—সুসজ্জিত হয়েছিল; স্রগ্‌ভিঃ—মালা দ্বারা; পতাকা—পতাকায়; চৈল—চেলী বস্ত্রে; তোরণৈঃ—এবং তোরণ দ্বারা।

অনুবাদ

ভেরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি নিনাদিত করে রাজকর্মচারীরা মল্লস্থানটিকে ধর্মীয় আচারগতভাবে অর্চনা করেছিল এবং রঙ্গমঞ্চটি মালা, পতাকা, চেলী ও তোরণ দ্বারা সুসজ্জিত করেছিল।

শ্লোক ৩৪

তেষু পৌরা জানপদা ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগমাঃ ।
যথোপজোষং বিবিশূ রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ ॥ ৩৪ ॥

তেষু—সেই সকল মঞ্চে; পৌরাঃ—নগরবাসীগণ; জানপদাঃ—জনপদবাসীরা; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণগণ; ক্ষত্র—এবং ক্ষত্রিয়গণের; পুরঃ-গমাঃ—নেতৃত্বে; যথা-উপজোষম্—যথাসুখে; বিবিশুঃ—আসন গ্রহণ করলেন; রাজানঃ—রাজন্যবর্গ; চ—ও; কৃত—প্রদিত হল; আসনাঃ—বিশেষ আসন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের নেতৃত্বে নগরবাসীগণ ও জনপদবাসীরা এসে দর্শক মঞ্চে যথাসুখে আসন গ্রহণ করল। রাজ-অতিথিবৃন্দ বিশেষ আসন গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কংসঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈ রাজমঞ্চ উপাবিশৎ ।
মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থো হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৫ ॥

কংসঃ—কংস; পরিবৃতঃ—পরিবেষ্টিত; অমাত্যৈঃ—তার মন্ত্রীদের দ্বারা; রাজ-মঞ্চে—রাজমঞ্চে; উপাবিশৎ—আসন গ্রহণ করল; মণ্ডল-ঈশ্বর—বিভিন্ন আঞ্চলিক

শাসকবর্গের; মধ্য—মধ্যে; স্থঃ—অবস্থান করছিল; হৃদয়েন—তার হৃদয়; বিদূয়তা—কম্পিত হচ্ছিল।

অনুবাদ

তার অমাত্যবর্গে পরিবৃত হয়ে কংস রাজমঞ্চে আসন গ্রহণ করল। কিন্তু তার বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকবর্গের মধ্যে উপবেশন করেও তার হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৬

বাদ্যমানেষু তূর্যেষু মল্লতালোত্তরেষু চ ।
মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ সমাসত ॥ ৩৬ ॥

বাদ্যমানেষু—নিনাদিত হতে থাকলে; তূর্যেষু—বাদ্য যন্ত্রসমূহ; মল্ল—মল্লক্রীড়ার উপযুক্ত; তাল—তাল; উত্তরেষু—উদ্‌গত; চ—এবং; মল্লাঃ—মল্লগণ; সু-অলঙ্কৃতাঃ—সুশোভিত; দৃপ্তাঃ—গর্বিত; স-উপাধ্যায়াঃ—তাদের মল্লাচার্যগণের সঙ্গে; সমাসত—প্রবেশ করে উপবেশন করল।

অনুবাদ

মল্লক্রীড়ার উপযুক্ত তালে বাদ্যযন্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে নিনাদিত হতে থাকলে সু-অলঙ্কৃত মল্লগণ তাদের মল্লাচার্যগণের সঙ্গে গর্বভরে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে উপবেশন করল।

শ্লোক ৩৭

চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ ।
ত আসেদুরুপস্থানং বল্গুবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

চাণূরঃ মুষ্টিকঃ কূটঃ—চাণূর, মুষ্টিক এবং কূট মল্লগণ; শলঃ তোশলঃ—শল এবং তোশল; এব চ—ও; তে—তারা; আসেদুঃ—উপবেশন করল; উপস্থানম্—মল্লমঞ্চের মাদুরে; বল্গু—মনোরম; বাদ্য—বাদ্যে; প্রহর্ষিতাঃ—প্রহৃষ্ট।

অনুবাদ

মনোরম বাদ্যে প্রহৃষ্ট হয়ে চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল মল্ল-মঞ্চের মাদুরে উপবেশন করল।

শ্লোক ৩৮

নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহূতাঃ ।
নিবেদিতোপায়নাস্তে একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্ ॥ ৩৮ ॥

নন্দ-গোপ-আদয়ঃ—নন্দগোপের নেতৃত্বে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **ভোজরাজ**—ভোজের রাজা কংস কর্তৃক; **সমাহুতাঃ**—আমন্ত্রিত হয়ে; **নিবেদিত**—নিবেদনপূর্বক; **উপায়নাঃ**—তাঁদের উপহারাদি; **তে**—তাঁরা; **একস্মিন্**—একটি; **মঞ্চে**—দর্শক মঞ্চে; **আবিশন্**—উপবেশন করলেন।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ ভোজরাজ দ্বারা আহূত হয়ে তাকে তাঁদের উপহারসমূহ নিবেদন করার পর, একটি মঞ্চে তাঁদের আসন গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *সমাহুতাঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, রাজা কংস ব্রজের নেতাকে এগিয়ে আসার জন্য সম্মানের সঙ্গে আহ্বান করেছিল যাতে তাঁরা তাঁদের অর্ঘ্যসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে নিবেদন করতে পারেন। আচার্য বর্ণনা করছেন যে, কংস নন্দ মহারাজকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, "প্রিয় ব্রজরাজ, আমার গ্রামীণ শাসকদের মধ্যে তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গোপগ্রাম থেকে মথুরায় আগমনের পরও তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসনি। এর কারণ কি এই যে, তুমি ভীত হয়েছ? তোমার দুই পুত্র ধনুক ভঙ্গ করেছে বলে যে তারা খারাপ, তা মনে কর না। আমি এখানে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি কারণ আমি শুনেছি যে, তারা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাদের শক্তি পরীক্ষা নেবার জন্য এই মল্ল-ক্রীড়ার আয়োজন করেছি। তাই দ্বিধা না করে এগিয়ে এস। ভয় পেয়ো না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করছেন যে, নন্দ মহারাজ লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর দুই পুত্র সেখানে উপস্থিত ছিল না। স্পষ্টতই রাজা কংসের নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞাবশত তাঁরা সকাল বেলায় অনুপস্থিত হয়ে অন্য কোথাও গমন করেছিলেন। তাই রাজা কংস তাঁদের মল্লস্থলে ফিরে এসে তাঁদের যথোপযুক্ত আচরণ করার উপদেশ দিয়ে কয়েকজন গোপকে দায়িত্ব প্রদান করেছিল তাঁদের অন্বেষণ করার জন্য। আচার্য এমনও উল্লেখ করছেন যে, নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ একটি ভিন্ন মঞ্চে উপবেশন করেছিলেন, তার কারণ হল রাজমঞ্চে তাঁরা উপবেশন করার জায়গা পাননি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ' নামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।